নীলকণ্ঠ ফুলওয়ালী

জাহাঙ্গীর হোসাইন বাবলু

স্বর্গের সফেদ রাজহংস পিঠে কোমল পালক সজ্জায়
শুয়ে শুয়ে সুখ অনুভব করছিলাম, মেকি সুখ
নানা সুগন্ধি আর ফুল ও ফলের ঘ্রাণে ঘ্রাণে কেন যেন
কোন তৃপ্তিময় সাধ খুঁজে পাওয়া গেলনা।
শুধু এক ফুলওয়ালীর কথা, প্রিয় ফুলপরীর কথা
লাস্যময়ী হাস্যময়ী গোলাপ আর নীলকণ্ঠীর কথা
বারবার চোরাকাটার মত নিরবে খোঁচাতে রইল
মনের অনুভুতি মাঝে, স্মৃতিগুলো রঙ্গিন প্রজাপতি হয়ে
চারপাশে ছুঁই ছুঁই করছিল হেলে দুলে প্রেম তরঙ্গে।
এত স্বর্গ সুখের মাঝে সত্তর নয় সত্তর হাজার
হুর-পরিদেরকেও আমার মনে হবে ওরা মেকি
হুর-রা হুকুমের গোলাম, বিপদে পরে আমার দায় ভার গ্রহণ করেছে;
কিংবা মনে হলো ঐ হুরপরি অপ্সরাদের মাঝে আমিই হয়ত অসহায়;
হুরপরিদের পেয়ালায় অমৃত সুধা, চোখে কাম বিষ
তবুও অন্তরাত্মা সে কামনা বাসনার নেশায় ভিজে ওঠে না।
মনে পরে সে ফুলওয়ালীর কথা, আমার ফুলওয়ালী
নিরবে আলতো ভাবে টের পেলাম পরিচিত ঘ্রাণ
টের পেলাম পরিচিত স্পর্শানুভুতি, পরিচিত পাঁচটি আঙ্গুল
আমার ঘনকালো কেশবনে, আমাকে খোঁজার শব্দ টের পেলাম।
যেভাবে পৌষের পাতাশুন্য বৃক্ষতলে
শুকনো পাতার শব্দ লাগে কানে, তেমনি শব্দ পেলাম ।
আমার অবচেতন আঙ্গুলগুলোকে আদর করছিল কেউ
কারো বুকের তাপ অনুভুত হলো আমার তৃষ্ণার্ত বুকের মাঝে
টের পেলাম চৈত্রের বৃষ্টির মত ’ফোঁটা শিতল জল
আমার অধরে স্পর্শ করে মিলিয়ে যেতে রইল।
তারপর আমার মস্তিস্কের অবচেতনে বিভোর সেলগুলো
ভার্বচৈতন্যে সজিব হতে লাগলো।
নিদ্রা হুর অপ্সরা তার সদর ফটকের খিড়কি খুলতেই
এক ঝলক আলো অন্ধকার মুছে দিয়ে আসলো ’র মাঝে।
দৃষ্টির খুব কাছাকাছি ’জোড়া লেন্স
সাটার বন্ধি হতে চাইল না, শুধু তাক্ করে রইল লক্ষ্য বস্তুতে

তারপর আমার গাঢ় গলায় একটি শব্দ উচ্চারিত হলো
‘তুমি কেমন আছো’? পুণরায়
-তোমার গোলাপ, তোমার ফল
তোমার রাত, তোমার দিন
তোমার বৃষ্টি, তোমার জল
তোমার , তোমার সবুজ

তোমার কষ্ট নদী, তোমার ফুল নীলকণ্ঠ
ওরা সবাই কেমন আছে?

ও বলল অনেক কষ্টে ওদের নিরাপদে রেখেছি
-এই নাও আমি আর বইতে পারছিনা, সইতে পারছিনা
-এই নাও স্বযতনে রাখা তাজা গোলাপ
-আমি ওষ্ঠ ছোঁয়ালাম রাজ গোলাপের কোমল পাঁপড়িতে
-এই নাও ফল
-আমি বুকে নিলাম ফল ফলাদি, স্বাদ ও তৃপ্তি আস্বাদনে
-এই নাও   , নিয়ে নাও
-আমি আতœো স্পর্শ করে কিছুক্ষণ স্বপ্নাকাশে বেড়ালাম
-এই নাও দিন-রাত সারা জীবন
-আমি কোমল সজ্জা পাশে দিন-রাত সাজিয়ে রাখলাম
-এই নাও তপ্ত শিতল জল বৃষ্টি
-আমি তা নিয়ে নিলাম, সাঁতার কাটলাম, তৃষ্ণা মেটালাম
তারপর ধিরে ধিরে তৃষ্ণার জলে ছলছল দৃষ্টি নিয়ে
এগিয়ে ধরল আরো একটি ফুল
এই নাও শুধুই তোমার জন্য রাখা প্রেমেয় নীলকণ্ঠ
সাথে সাথে আমার নিরাপত্তা কর্মী কৃষ্ণ ভ্রমর সমেত
সু-সজ্জিত স্বর্গীয় সম্মানে গ্রহণ করলাম নীলকণ্ঠ,
নীলকণ্ঠানুভুতির ঘ্রাণে সর্ব্বময় স্বর্গ মৌ মৌ করল
আমার রাজহংস নড়েচড়ে বসল নীলকণ্ঠী'র সম্মানে
ফের স্বর্গে অবচেতন চোখ মিলিয়ে গেল
রাজহংসের কোমল ডানা ঝাপটে নিদ্রায় বিভোর
তৃপ্তিটুকু বুকে ধরে। ফুলওয়ালী কখন যে ফিরে গেছে
নিজের কাছে ; তা বুঝা গেল না, টের পাইনি।
গোলাপ আর নীলকণ্ঠ নিয়ে ফুলওয়ালী আবার ফিরবে কবে ?